বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ১৯/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ১৯/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	v
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১৩
৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
৫	শব্দ সংক্ষেপ	১৭
	অধ্যায়-২	
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	২১
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৯

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprises and Corporations এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১২টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ______ বঙ্গাব্দ
২১/৪/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্যঃ

এই রিপোর্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর অধীন অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদিকে অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন ঃ

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাধর্মী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের সার্বিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির ২৮ নং আদেশ অনুযায়ী **১৯৭২** সালে তদানীন্তন **১**টি সরকারি ও ৯টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একীভূত করে ৬১১ টি বাণিজ্যিক ও সহায়ক জাহাজ নিয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিটিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

জনবল কাঠামো ঃ

সংস্থার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন একজন চেয়ারম্যান এবং চারজন পরিচালক নিয়ে গঠিত পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সংস্থার সচিব পরিচালনা পর্ষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন।

অনুমোদিত জনবল	**৪৭৮০** জন
বিদ্যমান জনবল	**৩০৬৭** জন
শূন্যপদ	**১৭১৩** টি

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ

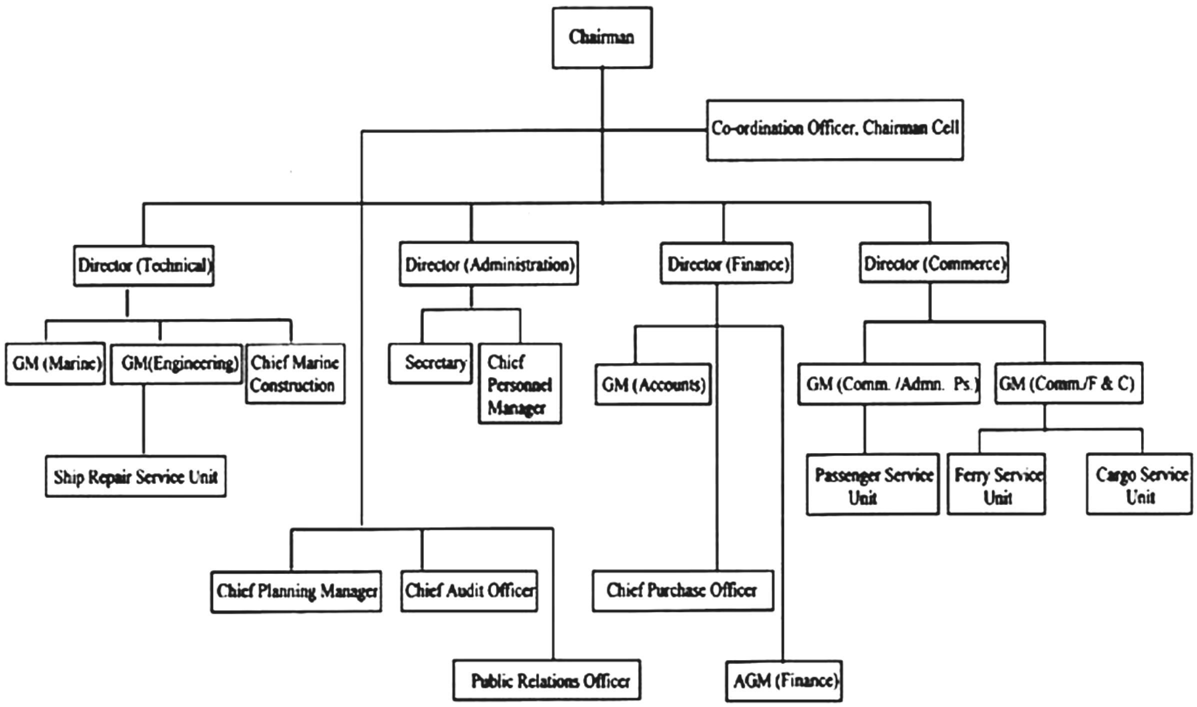

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং ও নৌপরিবহনের ব্যবস্থা করা এবং উক্ত শিপিং ও নৌপরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা।
- জলযান সংগ্রহ, চার্টার দেওয়া, সংরক্ষণ অথবা বিক্রয় করা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে মালবাহী কার্গো পরিচালনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথে যাত্রী ও পণ্যবাহী জলযান পরিচালনা করা।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা।
- ডকইয়ার্ড এবং মেরামত ওয়ার্কশপ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- উপর্যুক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক অন্যান্য সকল কার্যাদি সম্পাদন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) :

- ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে যানবাহন পারাপার।
- অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন।
- চাহিদার ভিত্তিতে ট্যাংকার, কোস্টার, বার্জ ও কন্টেইনারবাহী জাহাজ দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পণ্য, তেল ও কন্টেইনার পরিবহন।

প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যঃ

এক নজরে তিন বছরের আয় ব্যয় :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০
আয়	৩৬,৯৪৯.৯৩	৩৮,০১৩.৬৩	৩৬,৮৩৩.২৮
রাজস্ব ব্যয়	৩৪,৬৭২.৯২	৩৫,৮৬৬.৮২	৩৫,৬৩২.৩৮
মূলধন ব্যয়	১২,১৩৩.৪৭	১১,৭৯২.২২	২২,৭৬৪.০০

অডিটের আইনগত ভিত্তিঃ

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprises and Corporations এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অডিটের পরিধিঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৬,৯৪৯.৯৩ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩৮,০১৩.৬৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৬,৮৩৩.২৮ লক্ষ টাকা আয় অর্জিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় ও মূলধন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৩৪,৬৭২.৯২ লক্ষ টাকা এবং ১২,১৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব ব্যয় ও মূলধন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৩৫,৮৬৬.৮২ লক্ষ টাকা এবং ১১,৭৯২.২২ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধন ব্যয় বাবদ যথাক্রমে ৩৫,৬৩২.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ২২,৭৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশনের আয়, রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন-এর ১৯ টি বিভাগ/ইউনিটকে ঝুঁকির ধরণ বিবেচনা করে ১০টি বিভাগ/ইউনিটকে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, ০৮টি বিভাগ/ইউনিটকে মধ্যম ঝুঁকিসম্পন্ন এবং ০১টি বিভাগ/ইউনিটকে নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু ঃ

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power পর্যালোচনা।
- এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) পর্যালোচনা।
- Tarrif Manual অনুযায়ী আয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

অডিটের কৌশল ঃ

আলোচ্য অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন এবং জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgemental ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgement এর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে Transaction এর সংখ্যাবাচক (i.e., value) ও গুণবাচক (i.e., context & nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি বিভাগের Transaction ডাটা বিশ্লেষণের পর এবং Sampling এর ক্ষেত্রে যে সকল ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল Risk Factor অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং Content বিবেচনায় Materiality নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি শুধু মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও খরচের প্রকৃতি, High Value Transaction, বছরান্তে (মে/জুন মাসে) সংগঠিত ব্যয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নমুনায়ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল ঃ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের ওপর ০৬/১২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) বাংলাদেশ এবং বর্হিবিশ্বের মাঝে খাদ্যশস্য, জ্বালানি, ভোজ্য তেল, পোশাক, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য, চা, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্যসহ কনটেইনারজাত যে কোন মালামাল আমদানি ও রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় সংস্থা। ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মালামাল আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে জাহাজ ও জলযোগাযোগ সবচেয়ে সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য। অপরদিকে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১১ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র জলসীমানা। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত। ফলশ্রুতিতে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির প্রায় নব্বই শতাংশ সমুদ্রপথেই হয়ে থাকে। একটি সাগর তীরবর্তী নদীমাতৃক দেশ হিসাবে বাংলাদেশের নিজস্ব কার্গো, কনটেইনার এবং ট্যাংকারের বিভিন্ন আকৃতির জাহাজের বহর থাকা অত্যাবশ্যকীয়। দেশের স্বাভাবিক এবং জরুরি পরিস্থিতিতে এ ধরনের জাহাজ বহরের ভূমিকা অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বিষয়টি অনুধাবন করা গিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার নিমিত্তে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলার দূত এবং বাংলার সম্পদ নামের দুটো সমুদ্রগামী জাহাজ বিএসসিতে সংযোজিত হয়। তারপর থেকে বিএসসি এ যাবত সর্বমোট ৪৪টি জাহাজ সংগ্রহ করে। তবে জাহাজের স্বাভাবিক বয়সজনিত কারণে এবং বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে ৩৬টি জাহাজ বিক্রি বা স্ক্র্যাপ করা হয়। বর্তমানে ০৮টি জাহাজের মিশ্র বহর নিয়ে বিএসসি সমুদ্রপথে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পতাকা বহন করছে। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক জাহাজের মাস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ও নাবিকদের প্রচেষ্টায় জাহাজগুলি তাদের গতিশীল কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)'র আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ১০ নং আইন) তারিখঃ ২১/০৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর ধারা ৬(২) অনুযায়ী বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ অনধিক ১৩(তেরো) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। নৌপরিবহণ মন্ত্রী পদাধিকার বলে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান। বিএসসি'র প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা ও খুলনায় দুটি সাব অফিস রয়েছে। বিএসসি'র সব অফিসেই বাণিজ্য এবং জাহাজ চার্টার বা ভাড়া সংক্রান্ত দুটি বিভাগ রয়েছে। বহির্বিশ্বে মালামাল আনা-নেয়ার সুবিধার্থে সিঙ্গাপুর ও লন্ডনে দুটি আঞ্চলিক অফিস খোলা হয়েছে। জাহাজ মেরামত সংক্রান্ত কর্মকান্ড জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত বিভাগ তথা প্রযুক্তি শাখা দেখাশোনা করে এবং জাহাজ ভাড়া, গণযোগাযোগ ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপার বাণিজ্য ও চার্টার বিভাগ তত্ত্বাবধান করে।

বিএসসি'র জাহাজসমূহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। বিএসসি বহরের জাহাজগুলির গড় বয়স এখন প্রায় ২৮ বছর। এ জাহাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিত্য নতুন আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বিধিনিষেধ মেনে চলা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুল। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালন করে যাচ্ছে সংস্থার জাহাজ মেরামত বিভাগ।

বিএসসি একটি সরকারি দেশীয় প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হওয়ায় একে জাতীয় মেরিটাইম আইন মেনে চলার পাশাপাশি অধীনস্থ জাহাজসমূহকে সকল আন্তর্জাতিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের মেরিটাইম আইন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। মেরিটাইম আইনসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন ও সম্পদের অধিকতর নিরাপত্তা বিধান এবং সমুদ্রে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা যা কিনা আইএমও-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়ে থাকে। বিএসসি'র জাহাজ সমূহে ইন্টারন্যাশনাল সেফটি ম্যানেজমেন্ট কোড এবং ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি কোড চালু রয়েছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি অর্থাৎ জার্মানিশেয়ার লয়েডের সনদায়ন সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১১ সাল নাগাদ প্রতিটি জাহাজে একটি লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে নতুন নতুন আন্তর্জাতিক আইন ও ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে বিএসসিকে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে হয়।

বিএসসি'র জাহাজ বহরে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবছর বেশ কিছু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেট নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে জাহাজে এবং মেরিন ওয়ার্কশপে অন দ্যা জব ট্রেনিং এবং ফেইজ থ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অপরদিকে সংস্থার ট্রেনিংপ্রাপ্ত মাস্টার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ মেরিন একাডেমী ও ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে প্রেষণে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এদের অনেকেই আবার বিভিন্ন বিদেশি জাহাজসংস্থায় চাকরি পেয়ে থাকেন। এভাবে দক্ষ মেরিটাইম জনশক্তি (কর্মকর্তা ও নাবিক) গঠনে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিএসসি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির আওতায় বিএসসি জাতীয় জাহাজ বহরকে সুষম ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জনবল কাঠামো :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)'র আইন ২০১৭ (২০১৭ সনের ১০ নং আইন) তারিখঃ ২১/০৩/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর ধারা ৬(২) বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ অনধিক ১৩ (তেরো) জন সদস্য সমন্বয়ে নিম্নরূপ গঠিত হবে, যথা :

(ক) মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিএসসি'র চেয়ারম্যান হবেন;

(খ) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যূন যুগ্মসচিব;

(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন অন্যূন যুগ্মসচিব;

(ঙ) কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(চ) কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), পদাধিকারবলে;

(ছ) কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি), পদাধিকারবলে;

(জ) কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্যিক), পদাধিকারবলে;

(ঝ) উপ-ধারা (৪) এর অধীন শেয়ারহোল্ডারগণের পক্ষ হতে নির্বাচিত পরিচালক অথবা পরিচালকবৃন্দ; এবং

(ঞ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক;

উল্লেখ্য যে, কর্পোরেশনের সচিব পরিচালনা পর্ষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

- **বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে অনুমোদিত পদ :**

  কর্মকর্তা-২১৭ জন।

  কর্মচারী-১৩০৪ জন।

  মোট-১৫২১ জন।

- **বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে বর্তমানে কর্মরত :**

  কর্মকর্তা-৫৫ জন।

  কর্মচারী-১৭৫ জন।

  মোট-২৩০ জন।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ

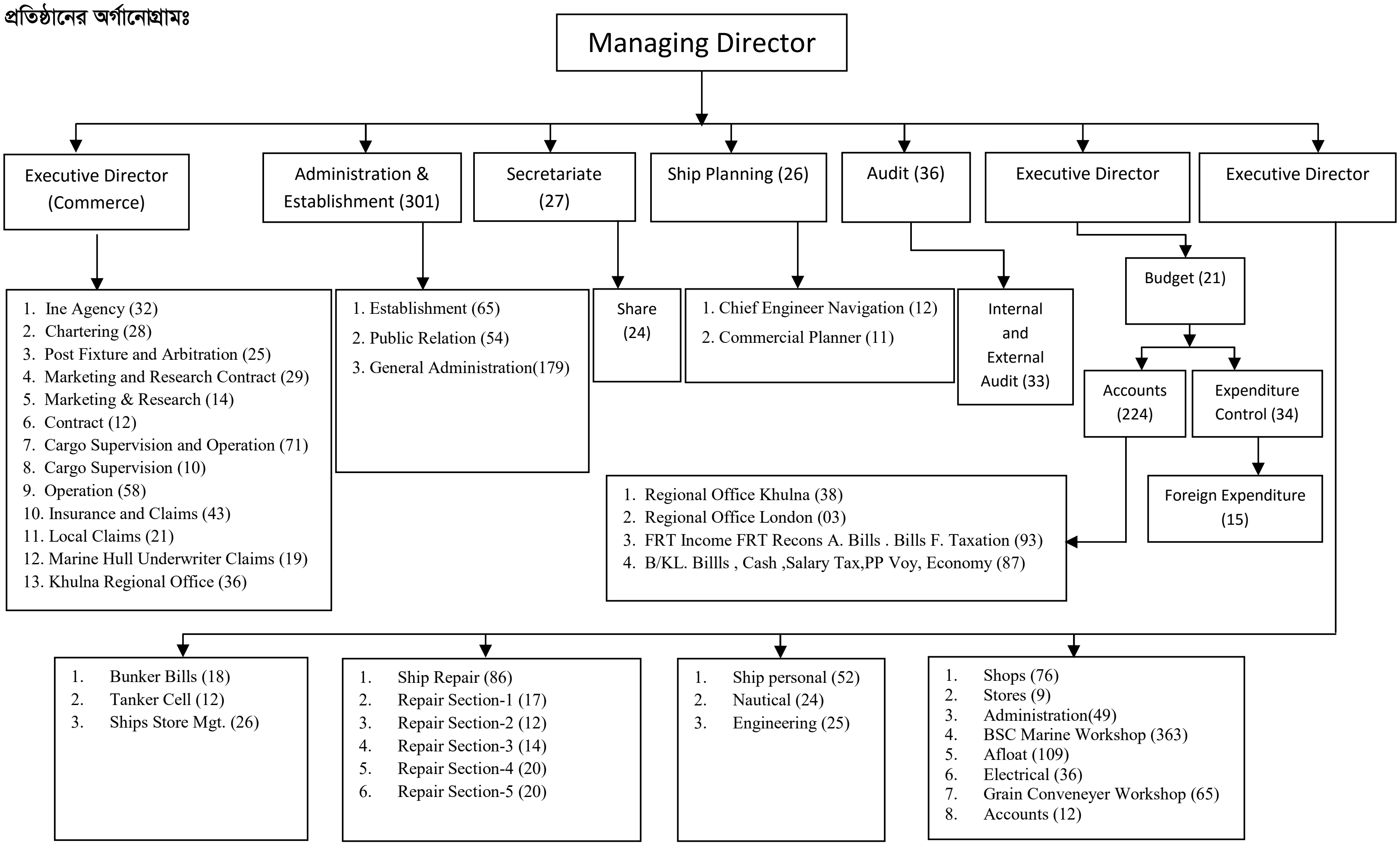

Noteঃ- পদাধিকার বলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

(১) কর্পোরেশনের কার্যাবলি হবে আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ নৌবাণিজ্য সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি করা এবং ইহা ব্যতীত সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ এই সংস্থায় অর্পণ করা হলে তা গ্রহণ ও পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যত্যয় না ঘটিয়ে কর্পোরেশন বিশেষভাবে নিম্নরূপ ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে, যথা:

(ক) জাহাজ অথবা নৌযান অর্জন করা, ভাড়া করা, ভাড়া দেওয়া, দখলে রাখা বা হস্তান্তর করা;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে কর্পোরেশনের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়িক লেনদেনসহ যে কোনো কার্যে নিয়োজিত হওয়া বা কার্যক্রমের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অথবা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হওয়া;

(গ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যান মেরামত, নির্মাণ, পুনঃসচল বা সংযোজন করা;

(ঘ) জাহাজ, নৌযান ও অনুরূপ অন্যান্য যানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ উপযোজন এবং যন্ত্রাদি সংযোজন, তৈরি, এবং পুনঃসচলের জন্য মেরামতের কার্য করা;

(ঙ) শিপিং সংশ্লিষ্ট বা এর সহযোগী কার্যক্ষেত্রে সম্ভাব্য নিয়োগপ্রার্থী অথবা নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, মার্চ ২১, ২০১৭;

(চ) যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও দখলে রাখা বা হস্তান্তর করা ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করা যাবে না;

(ছ) জাহাজ বা নৌযান মেরামতের জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নিজস্ব জাহাজ এবং প্রয়োজনে দেশি অন্য কোনো জাহাজ বা বিদেশি জাহাজ মেরামত করা;

(জ) নিজস্ব বা যৌথ উদ্যোগ অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় জাহাজ, জলযান অথবা নৌযান অর্জন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট যে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করা;

(ঝ) দেশের ও বিদেশের বন্দরসমূহে শিপিং এজেন্ট নিয়োগ করা;

(ঞ) কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পরিচালনা করা এবং

(ট) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অর্পিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

বিএসসি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি’স) ও ব্লুইকোনমি ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেঃ-

- পণ্য পরিবহনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ।
- খাদ্যশস্য ও সার পরিবহনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- আমদানিকৃত জ্বালানি পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ।
- মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ লোকবল সৃষ্টি করা।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনপূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মোট আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য :

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট (আয়)	সংশোধিত বাজেট (ব্যয়)	প্রকৃত (আয়)	প্রকৃত (ব্যয়)
২০১৭-২০১৮	১১,৫৯৫.৫৯	১১,২৭১.২৪	১২,৬৫১.৮৫	১২,৪৬৭.০৯
২০১৮-২০১৯	২১,১৬৫.১৭	২০,১৯৭.৩৬	২২,২৯৭.৭৬	১৬,৭২০.৭
২০১৯-২০২০	২৯,৮৯৭.৮১	২৪,৮৬৭.২৩	২৭,৯৮১.৩৪	২৪,২০১.৭৫
মোট =	**৬২,৬৫৮.৫৭**	**৫৬,৩৩৫.৮৩**	**৬২,৯৩০.৯৫**	**৫৩,৩৮৯.৫৪**

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprises and Corporations এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

অডিটের পরিধি :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১২,৬৫১.৮৫ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২২,২৯৭.৭৬ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৭,৯৮১.৩৪ লক্ষ টাকা আয় অর্জিত হয়েছে। যার মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যয় ১২,৪৬৭.০৯ লক্ষ টাকা, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ১৬,৭২০.৭ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয় ২৪,২০১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পরিবহণ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আয়-ব্যয় নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঝুঁকি নির্ধারণে আয় ও ব্যয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে বিএসসি'র সকল আয়, বেতন ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় ঝুঁকির Parameter হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি, মধ্যম ঝুঁকি ও নিম্ন ঝুঁকি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power অনুযায়ী অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।

অডিটের কৌশল:

আলোচ্য অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgemental ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgement এর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে transaction এর সংখ্যাবাচক (i.e., value) ও গুণবাচক (i.e., context & nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত খাতের Transaction ডাটা বিশ্লেষণের পর এবং sampling এর ক্ষেত্রে যে সকল ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল Risk Factor অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং content বিবেচনায় Materiality নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাবাচক ম্যাটেরিয়ালিটি মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও খরচের প্রকৃতি, High Value Transaction, বছরান্তে (মে/জুন মাসে) সংগঠিত ব্যয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নমুনায়ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাবের ওপর ০৮/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৪/১২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার অধীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আয়-ব্যয় ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধিবিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১২টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ৮০৯,৭৫,৪৯,৪০৭ (আটশত নয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাত) টাকা।

এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর লঙ্ঘন।
- চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) লঙ্ঘন।
- জিএফআর-১০ এর বিধি লঙ্ঘন।
- চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।
- বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বেতন স্কেল, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ লঙ্ঘন।
- জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ লঙ্ঘন ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)		
০১	প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নির্মাণাধীন জলযান হস্তান্তর না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৩১,৭১,৯৮,৭০৩
০২	চুক্তির শর্ত বহির্ভূতভাবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে ৪র্থ কিস্তি বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ	৬,৭৮,৫৩,০৯১
০৩	চুক্তির শর্তানুযায়ী কাজ শেষ করতে ব্যর্থ ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৫,০০,০০,০০০
০৪	১ম প্রাক্কলন বাতিল করে উচ্চ মূল্যে ২য় প্রাক্কলন তৈরিপূর্বক ০২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৮৪,৪১,০০০
০৫	সংস্থার তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি তহবিলে জমা না করা	৭৬০,৩২,১৬,৪৯৮
০৬	ক্যাটারিং এবং ইজারা ভাড়ার ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৯১,৮৮,৯৯০
০৭	Responsive সর্বোচ্চ দরদাতার পরিবর্তে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে এজেন্ট নিয়োগের ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১,০৪,৮৮,০০০
০৮	চুক্তি নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৮৮,২২,৫৪৭
০৯	রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ডকইয়ার্ড-এ থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি তেল খরচ দেখানোর ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১০,০০,১৬০
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন		
১০	প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	৯,৬০,৩৩৬
১১	বিএসসি (ঢাকা) টাওয়ার এর ফ্লোর স্পেস ভাড়া বাবদ অর্থ অনাদায়ি	৬৮,৯৩,৯৯৪
১২	প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদানপূর্বক অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ	১,৩৪,৮৬,০৮৮
	মোট =	৮০৯,৭৫,৪৯,৪০৭

(কথায়ঃ আটশত নয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাত টাকা)।

শব্দ সংক্ষেপ

BIWTC	:	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
BOQ	:	Bill of Quantity
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
DPP	:	Development Project Proposal
GCC	:	General Conditions of Contract
IT	:	Income Tax
LC	:	Letter of Credit
NOA	:	Notification of Award
PCC	:	Particular Conditions of Contract
PPR	:	Public Procurement Rules
SRO	:	Statutory Regulatory Order
TEC	:	Tender Evaluation Committee
VAT	:	Value Added Tax
বিএসসি	:	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং: ০১

শিরোনাম: চুক্তি মোতাবেক নির্মাণাধীন জলযান হস্তান্তর না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৩১,৭১,৯৮,৭০৩ (একত্রিশ কোটি একাত্তর লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত তিন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর অধীন ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চুক্তি মোতাবেক নির্মাণাধীন জলযান হস্তান্তর না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের ৩১,৭১,৯৮,৭০৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের নথি নং-১৮.১৫১.০১৪.০৬.০১. ১২৬(৭).২০১৬ এর ডিপিপি, আরডিপিপি, টেন্ডার ডকুমেন্ট এবং বিল-ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি লটে ভাগ করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। লট নং-২ এ ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ৭৬৪ যাত্রী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাত্রীবাহী নতুন ১ (এক) টি জাহাজের নির্মাণ কাজ সম্পাদনের জন্য মেসার্স নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ বিল্ডার্স লি. এর সাথে ১৯/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ৩৩,৮৩,০৭,০১৭ টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উক্ত তারিখেই পত্র নং-১৮.১৫১.১৪.০৬. ০১.১২৬(৭).২০১৬/৪৪৫ এর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

চুক্তিপত্রের ৩ নং শর্ত মোতাবেক আগষ্ট/২০১৮ মাসের মধ্যে জলযানের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-৩ শাখা এর পত্র নং-১৮.০২২.১২০.০১৪.০১৩.১১(২)/১৫৭ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জুন/২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কোনো অবস্থায়ই ব্যয় এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ তারিখে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ বিল্ডার্স লি. কর্তৃক যাত্রীবাহী জাহাজটি নিরীক্ষাকাল (ফেব্রুয়ারী/২০২১ পর্যন্ত) হস্তান্তর করা হয়নি। আরডিপিপিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ৫ কিস্তিতে সমুদয় অর্থ পরিশোধযোগ্য হলেও চুক্তিপত্রের ৩নং শর্তানুযায়ী ৪র্থ কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে ১০০% কাজ সমাপ্তির পর পরিশোধযোগ্য মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ১০০% কাজ সমাপ্তিপূর্বক জলযান হস্তান্তর না করা সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের ৩নং শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ঠিকাদারকে ৪র্থ কিস্তিসহ মোট ৩১,৭১,৯৮,৭০৩ টাকা পরিশোধ করায় অনিয়ম হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১]**।

অনিয়মের কারণঃ

আরডিপিপি ও চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৩ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

চুক্তি অনুযায়ী আগস্ট/২০১৮ এর মধ্যে জাহাজটি নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকটের কারণে জাহাজ নির্মাণে অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। ২৫/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সচিব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেহেতু জাহাজটির নির্মাণ কাজ ৮৫% শেষ হয়েছে সেহেতু নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠে জাহাজটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য চুক্তি মূল্যের ৮০% অর্থ পরিশোধের মৌখিক সিদ্ধান্ত দেয়। COVID-১৯ দুর্যোগের কারণে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াবানরা বাড়িতে চলে যায় এবং মালামাল আমদানী করতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু COVID-১৯ এর ব্রেক আউট এ সৃষ্ট আর্থিক সংকট দূরীকরণে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাহাজটির যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকুই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় ১ (এক) বছর ৩ মাস পর মার্চ/২০২০ এ COVID-১৯ এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। জুন/২০১৯ পর্যন্ত ১ (এক) বছর বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও (ফেব্রুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত) নির্মাণাধীন জলযানটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়নি। নিরীক্ষা চলাকালীন (ফেব্রুয়ারি/২০২১) জাহাজটি হস্তান্তরের বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিশ্চিতভাবে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মৌখিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ ঠিকাদারের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শনের শামিল। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতা বিবেচনা না করেই দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাছাড়াও জাহাজ হস্তান্তরের সময়সীমা বৃদ্ধি করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

প্রকল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০২

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত বহির্ভূতভাবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে ৪র্থ কিস্তি বাবদ অনিয়মিতভাবে ৬,৭৮,৫৩,০৯১ (ছয় কোটি আটাত্তর লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার একানব্বই) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর অধীন ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ শীর্ষক প্রকল্প এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তির শর্ত বহির্ভূতভাবে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে ৪র্থ কিস্তি বাবদ অনিয়মিতভাবে ৬,৭৮,৫৩,০৯১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রকল্পের নথি নং-১৮.১৫১.০১৪.০৬.০১.১২৬(৩).২০১৫; ডিপিপি/আরডিপিপি, চুক্তিপত্র, বিল, ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লট নং-১ জাহাজটির নির্মাণ কাজ মূল ডিপিপি অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়নকাল ধরা হয়। পরবর্তীতে ২য় সংশোধনী অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। কাজেই সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সমাপ্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৩ এ ৪র্থ কিস্তির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, শতভাগ রং এবং অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ নকশা মোতাবেক সমুদয় কার্য সমাপ্তির পর জাহাজটির সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ট্রায়াল ও চূড়ান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিবেদন বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর ৪র্থ কিস্তি পরিশোধযোগ্য। কিন্তু বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৪র্থ কিস্তি পরিশোধের নিমিত্ত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্ত পরিপালন না করে ৪র্থ কিস্তি বাবদ ৬,৭৮,৫৩,০৯১ টাকা মেসার্স নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ বিল্ডার্স লি. প্রতিষ্ঠানকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৩ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

চুক্তি অনুযায়ী আগস্ট/২০১৮ এর মধ্যে জাহাজটি নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকটের কারণে জাহাজ নির্মাণে অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ায় বিষয়টি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। ২৫/০৬/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সচিব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যেহেতু জাহাজটি নির্মাণ কাজ ৮৫% শেষ হয়েছে সেহেতু নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠে জাহাজটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য চুক্তিমূল্যের ৮০% অর্থ পরিশোধের মৌখিক সিদ্ধান্ত দেয়। COVID-19 দুর্যোগের কারণে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াবানরা বাড়িতে চলে যায় এবং মালামাল আমদানী করতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু COVID-19 এর ব্রেক আউট এ সৃষ্ট আর্থিক সংকট দূরীকরণে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে জাহাজটি যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকুই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৩ এ ৪র্থ কিস্তির বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, শতভাগ রং এবং অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ নকশা মোতাবেক সমুদয় কার্য সমাপ্তির পর জাহাজটির সার্ভে, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ট্রায়াল ও চূড়ান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিবেদন বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর ৪র্থ কিস্তি পরিশোধযোগ্য। চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসরণ না করে মৌখিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ঠিকাদারকে ৪র্থ কিস্তির বিল পরিশোধ আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

প্রকল্পের বিধিবহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২]**।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৩

শিরোনাম: চুক্তির শর্তানুযায়ী কাজ শেষ করতে ব্যর্থ ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলপূর্বক Performance Security নগদায়ন না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল (পূর্ত) বিভাগ, ঢাকা এ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তির শর্তানুযায়ী কাজ শেষ করতে ব্যর্থ ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিলপূর্বক ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী সিভিল (পূর্ত) বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের নথি নং-১৮.১৫১.০২৬.০৮.৫১.১৪২.২০১৮ (২য় খন্ড) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গুলশানের ৭৫ নং রোডে অবস্থিত এনইজি ১৪ নং ব্লকে বিআইডব্লিউটিসি'র ০.৬৩২৫ একর জমির ওপর শেয়ারিং ভিত্তিতে বহুতল বিশিষ্ট এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের লক্ষ্যে ডেভলপার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ০৮/০৫/২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, ০৪/১০/২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, ১৮/১২/২০০০ খ্রিষ্টাব্দ, ২৯/১১/২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ এবং সর্বশেষ বিগত ৩১/০৩/২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। সর্বশেষ তারিখে আহ্বানকৃত দরপত্রে ৮টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র পাওয়া যায়। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স মাল্টি প্ল্যান লি. বিআইডব্লিউটিসিকে ৬১.১২:৩৮.৮৮ অনুপাতে ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবন সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫৬টি এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের প্রস্তাব করেন। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুমোদনের পর ১২/০৪/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সাইট হস্তান্তর করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী সাইট হস্তান্তরের তারিখ হতে ৪২ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু দফায় দফায় সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও নিরীক্ষাকালীন ০৬/১২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৪/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষা চলাকালীন ০৬/১২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৪/০২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শুধু বেজমেন্টের আংশিক নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

চুক্তিপত্রের ৪, ৩১ ও ৩৩ নং শর্তানুযায়ী এবং রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ধারা ২৯ এবং পাওয়ার অব এ্যাটর্নি আইন ২০১২ এর ধারা ৪ অনুযায়ী চুক্তি বাতিলযোগ্য কিন্তু চুক্তি বাতিল না করে ডেভলপার কর্তৃক দাখিলকৃত ৫ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নবায়নের জন্য ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ডেভলপার কোম্পানীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ফেরত প্রদান করা হয়। ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করে মেয়াদ উত্তীর্ণ করা এবং নবায়নের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে পারফরমেন্স সিকিউরিটি ফেরত প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৪, ৩১ ও ৩৩ এবং রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ধারা ২৯ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

করপোরেশনের গুলশান হাউজের জমিতে শেয়ারিং ভিত্তিতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৬/০৭/২০১০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিগত ১২/০৪/২০১১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডেভলপার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ৫ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করা হয় যার মেয়াদ ২৪/০৯/২০১৫ তারিখে উত্তীর্ণ হয়। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য সর্বশেষ ১৯/১০/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পত্র প্রদান করা হলেও তা পরিপালন করা হয়নি বিধায় ১৯/০৭/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সংশ্লিষ্ট ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতিমূলক। চুক্তিপত্রের শর্ত নং-৪, ৩১ ও ৩৩ অনুযায়ী ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের চুক্তিপত্র বাতিল করে ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন না করে ফেরত প্রদান করা যথাযথ হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। উল্লেখ্য যে, চুক্তি বাতিল করা হলেও সংশ্লিষ্ট ডেভলপার প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জায়গা ফেরত পাওয়ার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন হওয়ার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫ তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩]**।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৪

শিরোনাম: ১ম প্রাক্কলন বাতিল করে উচ্চ মূল্যে ২য় প্রাক্কলন তৈরিপূর্বক ০২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৮৪,৪১,০০০ (চুরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর আওতাধীন চিফ পারচেজ ম্যানেজার, ক্রয় বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১ম প্রাক্কলন বাতিল করে ২য় বার উচ্চ মূল্যে প্রাক্কলন তৈরি পূর্বক ০২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৮৪,৪১,০০০ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

চিফ পারচেজ ম্যানেজার, ক্রয় বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের দরপত্র, টেন্ডার, কার্যাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করার নিমিত্তে ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে e-GP তে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণকৃত ২টি দরদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মেসার্স সাইন্সটেক কর্পোরেশন ৬৬,৬৫,০০০ টাকা এবং ২য় দরদাতা মেসার্স বেলাল এন্ড ব্রাদার্স ৯৭,১০,০০০ টাকা দর প্রস্তাব করে। প্রাক্কলন অপেক্ষা দাখিলকৃত দর বেশি হওয়ায় TEC কর্তৃক ২টি প্রতিষ্ঠানকে Technically Non Responsible করে দর বাতিল করার সুপারিশ করা হয়।

TEC এর সুপারিশ মোতাবেক HOPE কর্তৃক অনুমোদিত বাজারদর সাপেক্ষে পুন:টেন্ডারের সুপারিশ করা হয়। ০২/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে পুনরায় বাজারদর কমিটি গঠন করা হয়। বাজারদর কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী One World Enterprise কর্তৃক ২ সেট ডিজেল ইঞ্জিনের মূল্য ১,৬৬,৮৪,৫১০ টাকা এবং Matrix Power Enterprise কর্তৃক ২ সেট ডিজেল ইঞ্জিনের মূল্য ১,৬৯,২০,০০০ টাকা। উক্ত ২টি দরের ওপর ভিত্তি করে বাজারদর কমিটি ১৬৬,৮৪,৫১০ টাকার প্রাক্কলন তৈরি করে ২৫/০৩/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে e-GP তে e-Tender আবেদন করা হয়। অংশগ্রহণকৃত ৫টি প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে মেসার্স Gulf Energy Limited সর্বনিম্ন দরদাতা বিবেচিত হয়। তার প্রদত্ত দর ১,৫১,০৬,০০০ টাকা। ১৪/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ০৫/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন সরবরাহ নেয়া হয়।

১ম টেন্ডারে দাখিলকৃত দর পিপিএ-২০০৬ এর ধারা-৩১ অনুযায়ী দর ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ১ম টেন্ডারের সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স সাইন্সটেক কর্পোরেশন লি. এর নিকট হতে ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় না করে পরবর্তীতে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অনুযায়ী উচ্চ মূল্যে প্রাক্কলন তৈরিপূর্বক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে মেসার্স Gulf Energy Limited নিকট হতে ২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করায় (১৫১০৬০০০ - ৬৬৬৫০০০) = ৮৪,৪১,০০০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়াও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৯(৩) অনুযায়ী দরপত্রে কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ না করার বিষয়টি লঙ্ঘনপূর্বক কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর-২০০৮ এর ২৯(৩) লঙ্ঘন এবং পিপিএ-২০০৬ এর ধারা ৩১ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

আলোচ্য টেন্ডারের সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স সাইন্সটেক করপোরেশন এর প্রদত্ত দর ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সিডিউলে উল্লিখিত কান্ট্রি অব অরিজিন UK, JAPAN, EU এর পরিবর্তে চায়না হওয়ায় টিইসি সর্বসম্মতভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নন-রেসপনসিভ ঘোষণা করে। এর প্রেক্ষিতে টেন্ডার বাতিল করা হয়। আলোচ্য টেন্ডারে সুনির্দিষ্ট কোন দেশের নাম ছিল না। একাধিক দেশের নাম উল্লেখ করে সিডিউল করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জবাবে UK, JAPAN, EU এর পরিবর্তে চায়না এর কথা বলা হলেও প্রকল্পে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ২৯(৩) লঙ্ঘন করে দরপত্রে কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লেখ করা হয়েছে। ১ম দরপত্র প্রাক্কলন অতিরিক্ত হওয়ার অজুহাতে বাতিল করে উচ্চ মূল্যে প্রাক্কলন তৈরিপূর্বক ০২ সেট ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং- ৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫ তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

ক্ষতির অর্থ আদায়পূর্বক টেন্ডার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪]।**

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৫

শিরোনাম: সরকারি আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক তহবিলের উদ্বৃত্ত ৭৬০,৩২,১৬,৪৯৮ (সাতশত ষাট কোটি বত্রিশ লক্ষ ষোলো হাজার চারশত আটানব্বই) টাকা সরকারি তহবিলে জমা না করা জনিত অনিয়ম।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর হিসাব বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারি আদেশ লঙ্ঘনপূর্বক তহবিলের উদ্বৃত্ত ৭৬০,৩২,১৬,৪৯৮ টাকা সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি।

নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর আমানত ব্যাংক হিসাবের তথ্য এবং সংশোধিত বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ১৩টি ব্যাংক হিসাবে আমানতকৃত টাকার পরিমাণ ৮৫১,৯৭,১৬,৪৯৮ এবং সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ৩৬৬,৬০,০০,০০০ টাকা। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গেজেটমূলে জারিকৃত ৪নং আইন মোতাবেক কর্পোরেশন তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ বার্ষিক পরিচালনা ব্যয়, নিজস্ব অর্থায়নে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাৎসরিক ব্যয় এবং বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়ের ২৫% এর অতিরিক্ত অর্থ প্রতি অর্থবছর সমাপ্ত হবার ৩ মাসের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় খাতে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ৩৬৬,৬০,০০,০০০ টাকা; যার ২৫% হচ্ছে ৯১,৬৫,০০,০০০ টাকা। ফলে তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ (৮৫১,৯৭,১৬,৪৯৮ - ৯১,৬৫,০০,০০০) = ৭৬০,৩২,১৬,৪৯৮ টাকা। উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গেজেটের তফসিল ক্রমিক ৪৯ এ বর্ণিত নীতিমালার ৪নং আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর নাম অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও করপোরেশন তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে গেজেটমূলে জারিকৃত ৪নং আইন লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত গেজেটের তফসিল ক্রমিক ৪৯ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী করপোরেশন তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং- ৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

নীতিমালা অনুযায়ী তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]।**

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৬

শিরোনাম: ক্যাটারিং এবং ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৯১,৭২,৪৯০ (একানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত নব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন ডিজিএম (বাণিজ্য), আরিচা ও এজিএম(বাণিজ্য) মাওয়া কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্যাটারিং/ইজারা মূল্যের ওপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৯১,৭২,৪৯০ টাকা।

ডিজিএম (বাণিজ্য), আরিচা কার্যালয়ে ক্যাটারিং ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া রুটে চলাচলরত ফেরিসমূহের আদায়কৃত ক্যাটারিং ভাড়া ৩,৪৯,০৩,৬৯৮ টাকার ওপর ১৫% হারে ৫৩,৫৫,৫৫১ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়নি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬(১)]**।

এজিএম(বাণিজ্য), নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক অফিস ও মাওয়া কার্যালয়ে ক্যাটারিং ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিমুলিয়া-কাঠালবাড়ী-শিমুলিয়া রুটে চলাচলরত ফেরিসমূহ হতে আদায়কৃত ২,৫৪,৪৬,২৭৩ টাকা ক্যাটারিং ভাড়ার ওপর ৩৮,১৬,৯৩৯ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়নি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৬(২)]**।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮; তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ইজারা মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য হলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় ক্যাটারিং সার্ভিসের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ২টি কার্যালয়ে সর্বমোট (৫৩,৫৫,৫৫১ + ৩৮,১৬,৯৩৯) = ৯১,৭২,৪৯০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬]**।

অনিয়মের কারণ:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ এর কোড এস ০৩৩, তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ডিজিএম (বাণিজ্য), আরিচা ক্যাটারিং ভাড়ার ওপর ভ্যাট বাবদ বর্ণিত টাকা বকেয়া রয়েছে, তা সত্য নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা ও প্রধান কার্যালয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট বাবদ কোন বকেয়া অত্র অঞ্চলে নেই।

সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য), মাওয়া অফিস এর জবাব বিআইডব্লিউটিসি এর সকল প্রকার ক্যাটারিং/ক্যান্টিন ভাড়া প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রধান কার্যালয়ের চিঠির মধ্যে ক্যান্টিন ভাড়া এক্ষেত্রে কোন প্রকার ভ্যাটের উল্লেখ না থাকায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা ও প্রধান কার্যালয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের চুক্তির নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট আদায়ের কথা উল্লেখ করা হলেও তার সমর্থনে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত ভ্যাটের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৭

শিরোনাম: Responsive সর্বোচ্চ দরদাতার পরিবর্তে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে এজেন্ট নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট ১,০৪,৮৮,০০০ (এক কোটি চার লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর আওতাধীন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য) মাওয়া কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে Responsive সর্বোচ্চ দরদাতার পরিবর্তে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে এজেন্ট নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট ১,০৪,৮৮,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য) মাওয়া কার্যালয়ের লুজ যাত্রীদের ভাড়া আদায়ের নিমিত্ত টিকেটিং এজেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত NOA পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী-শিমুলিয়া রুটে ঘাট ও ফেরিতে লুজ যাত্রীদের ভাড়া আদায়ের নিমিত্তে ১(এক) বছরের জন্য টিকেটিং এজেন্ট হিসেবে মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্সকে ভ্যাটসহ মাসিক ১৮,৫১,৫০০ হিসেবে ১ বছরের জন্য নিয়োগের নিমিত্তে ০২/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে NOA জারি করা হয়। কিন্তু কোন কারণ ব্যতিরেকে মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্স এর পরিবর্তে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স সামিউল এন্টারপ্রাইজকে ভ্যাটসহ মাসিক ৯,৭৭,৫০০ টাকা হিসেবে ১ বছরের জন্য ৩১/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে NOA জারি করে কার্যসম্পাদন করায় প্রতিষ্ঠানের (১৮৫১৫০০ - ৯৭৭৫০০ × ১২) = ১,০৪,৮৮,০০০ ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭]**।

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১০২(৪) অনুযায়ী কোন কৃতকার্য দরপত্রদাতা তফশিল-২ এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে কোন সম্মতি প্রদান না করলে উক্ত দরপত্র দাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কৃতকার্য দরপত্রদাতাকে চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহ্বান জানাতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ধরণের কোন বিষয়ের উদ্ভব হওয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ফলে উল্লিখিত বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স সামিউল এন্টারপ্রাইজকে কাজ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও নিরীক্ষাকালীন আরও কমমূল্যে মেসার্স হানিফ এন্টারপ্রাইজকে একই কাজের জন্য ভ্যাটসহ মাসিক ৬,০৫,০০০ টাকা হিসেবে ১ বছরের জন্য ৩১/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে NOA জারি করে কার্যসম্পাদন করা হচ্ছে। আরও উল্লেখ্য একাধিকবার এ সংক্রান্ত কাজের নথিপত্র চাওয়া হলেও নিরীক্ষাকালীন NOA ব্যতীত অন্য কোন কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ:

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১০২(৪) লঙ্ঘনপূর্বক সর্বোচ্চ দরদাতাকে এজেন্ট নিয়োগ না করে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে নিয়োগ প্রদান।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বিআইডব্লিউটিসি এর প্রধান কার্যালয় সব প্রকার টেন্ডার পরিচালনা করে থাকে। এমতাবস্থায় আঞ্চলিক কার্যালয় কেবলমাত্র প্রাপ্ত চিঠির ভিত্তিতে সর্ব প্রকার ভাড়া/রয়ালিটি আদায় করে। বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

Responsive সর্বোচ্চ দরদাতাকে টিকেটিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ না করে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে টিকেটিং এজেন্ট নিয়োগের কারণ নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করা হয়নি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

টেন্ডার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৮

শিরোনাম: চুক্তি নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ৮৮,২২,৫৪৭ (আটাশি লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন এজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক অফিস নারায়ণগঞ্জ এবং উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় অফিস ২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চুক্তি নবায়ন না করে একই ব্যক্তির নিকট দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ৮৮,২২,৫৪৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

এজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক অফিস নারায়ণগঞ্জ এর দোকান ভাড়া সংক্রান্ত নথি এবং রেজিস্টার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক অফিসের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি জমির ওপর নির্মিত ৬টি দোকানের ভাড়া প্রতি দোকান ভ্যাটসহ মাসিক ১,৬৩৫ টাকা হিসেবে ০১/০১/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩১/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২ বছরের জন্য সর্বশেষ চুক্তি নবায়ন করা হয়। কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও ভাড়া গ্রহণকারীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য তা ৪ বছর যাবৎ নবায়ন করা হয়নি এবং ভাড়াও আদায় করা হয়নি। ফলে পরিশিষ্টে বর্ণিত সময়ের মোট ৩,৭৬,০৫০ টাকা আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট -৮(১)]।**

উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের দোকান ভাড়া সংক্রান্ত নথি এবং রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক অফিস চট্টগ্রাম এর নিয়ন্ত্রণাধীন টার্মিনাল নং-১ ও ২ অবস্থিত ২২ টি দোকানের ভাড়া বাবদ পার্টির নিকট সেপ্টেম্বর/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৬,৬২,১১৬ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। চুক্তি মোতাবেক ২ বছর পর পর নবায়ন করার কথা থাকলেও তা আর নবায়ন করা হয়নি এবং ভাড়াও আদায় হয়নি। ফলে পরিশিষ্টে বর্ণিত সময়ের মোট ৬,৬২,১১৬ টাকা ভাড়া আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট -৮(৩)]।**

উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় অফিস এর পত্রের সূত্র নং-১৮.১৫৬.০১৮.০৫.০৩.০২৯. ২০২১/০০৩০; তারিখঃ ০৭/০১/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্রগ্রাম অঞ্চলের ১ নং ও ২ নং প্রান্তিকের সংস্থা কর্তৃক ভাড়া প্রদানকৃত গুদামসমূহ ও খোলা জায়গার ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বকেয়া ভাড়া ৭৭,৮৪,৩৮১ টাকা। ফলে যথাসময়ে গোডাউন ও খোলা জায়গা ইজারার ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৭৭,৮৪,৩৮১ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৮(২)]।**

উপরোক্ত ৩টি কার্যালয়ে ভাড়া আদায় না করায় মোট (৩,৭৬,০৫০+৬,৬২,১১৬+৭৭,৮৪,৩৮১) = ৮৮,২২,৫৪৭ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮]।**

অনিয়মের কারণ:

চুক্তির শর্ত নং-৩ এবং ৫ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় অফিস ০৬টি গোডাউনের মধ্যে বেশ কয়েকটি গোডাউনের ওপর মামলা চলমান ও মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য ভাড়া অনাদায়ি রয়েছে।

চুক্তিপত্রের শর্তাবলি অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ লিখিতভাবে নবায়ন না করা হলেও প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনাদায়ি ভাড়া কিছুদিনের মধ্যে পরিশোধের অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব স্বীকৃতিমূলক। চুক্তির শর্ত নং-৩ এবং ৫ অনুযায়ী অনাদায়ি ভাড়া যথা শীঘ্রই আদায় করা আবশ্যক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং-৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

সমুদয় অনাদায়ি ভাড়া আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং: ০৯

শিরোনাম: রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ডকইয়ার্ড-এ থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি তেল খরচ দেখানোর ফলে প্রতিষ্ঠানের ১০,০০,১৬০ (দশ লক্ষ একশত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর আওতাধীন আরিচা আঞ্চলিক অফিস এ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ডকইয়ার্ড-এ অবস্থান করা সত্ত্বেও এর জ্বালানি তেল খরচ দেখানোর ফলে প্রতিষ্ঠানের ১০,০০,১৬০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের ফেরিভিত্তিক ক্যাটারিং চুক্তি, ক্যান্টিন ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি, ব্লক রেজিস্টার এবং ফেরিভিত্তিক জ্বালানি তেল ইস্যু রেজিস্টার যাচাইকালে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান এর বিপরীতে মার্চ/২০১৮ মাসে ৩০০০ লিটার, এপ্রিল/২০১৮ মাসে ৩০০০ লিটার এবং মে/২০১৮ মাসে ১০০০০ লিটার (৩০০০+৩০০০+১০০০০) মোট ১৬০০০ লিটার জ্বালানি তেল সরবরাহ দেখানো হয়। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান রো রো ফেরিটিকে ০১/০৩/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ থেকে ১০/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত মেরামতের জন্য (Under Repairing) নারায়ণগঞ্জ ডকে অবস্থান দেখানো হয়। ডকইয়ার্ডে থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনে উল্লিখিত ফেরির বিপরীতে এ পরিমান জ্বালানি তেল ইস্যু দেখিয়ে ব্যয় দেখানো হয়েছে।

জিএফআর বিধি-১০ এ বির্ণিত আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড পরিপালন না করার ফলে রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান চলমান না থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি তেল খরচ দেখানোর ফলে ১০,০০,১৬০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯]।**

অনিয়মের কারণ:

জিএফআর বিধি-১০ এর ব্যত্যয় ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বর্ণিত জলযানটি পূনর্বাসনের প্রক্রিয়াধীন ছিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তীতে ডকে প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিমাংসার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

বন্ধ থাকাবস্থায় জ্বালানি তেল ব্যবহারের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব হতে পাওয়া যায়নি। নথিপত্র পর্যালোচনা হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় জলযানটি ০১/০৩/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০/০৬/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মেরামতের জন্য ডকে অবস্থান করে। কিন্তু উক্ত সময়ে জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে পত্র নং- ৮২.১৩.০০০০.৪১০.২২.০০১.২০/৬১৫; তারিখ: ২৪/০৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে AIR প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ৯,৬০,৩৩৬ (নয় লক্ষ ষাট হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা পরিশোধ করায় কর্পোরেশনের ৯,৬০,৩৩৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়ে রক্ষিত কর্মকর্তাগণের বেতন বিল, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)'র জন্য প্রণীত জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এবং তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করে বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা ৯,৬০,৩৩৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রণীত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)'র কর্মচারী বেতন স্কেল ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১২ এ বলা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির হারের সাথে সংগতি রেখে ভাতা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং অনুচ্ছেদ ১৫ এ বলা হয়েছে নতুন কোন ভাতা প্রবর্তন করা যাবে না ও প্রচলিত ভাতা বৃদ্ধি করা যাবে না। অপরদিকে, জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ২৩(১) এ বলা হয়েছে কর্মচারীগণ (১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের বেসামরিক) যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী ব্যবস্থাপক পদবীর কর্মকর্তাগণকে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করে বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০**]।

অনিয়মের কারণ :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর কর্মচারী বেতন স্কেল-২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১২ ও ১৫ এবং জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ২৩(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মচারী (Public Servant) শব্দটির উল্লেখ আছে। এই অনুচ্ছেদটি সরকারি কর্মচারীদের জন্য সংজ্ঞামূলক অনুচ্ছেদ নয়। অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীগণ কি হিসেবে অভিহিত হবেন তা সংবিধানে উল্লেখ নেই। তবে একটিমাত্র শব্দ দ্বারা সকল চাকুরিজীবীকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদকে অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন সামষ্টিকভাবে বুঝাতে আইন ও বিধিতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেখানে দায়িত্ব পালনের ভূমিকা ভিন্ন হওয়ার জন্য আইনী বাধ্যবাধকতা ভিন্ন হয় না। কর্মকর্তা/কর্মচারী অপরাধ যেই করুক না কেন, একই মাপের অপরাধের জন্য আইনত সমান শাস্তির বিধান- এরুপ ক্ষেত্রে এককভাবে সরকারি কর্মচারী শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: (ক) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ (খ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮। প্রায়োগিক প্রয়োজনেই মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত বিভিন্ন সরকারি আদেশে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আলাদা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সংবিধান মতে, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের কোন বিষয় সম্পর্কে আইনী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্ট তা প্রদান করবেন। এই বিষয়ে কর্মকর্তা শব্দটির ব্যবহার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কোন পর্যবেক্ষণ নেই মর্মে প্রতীয়মান। এছাড়াও,বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)'র জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় বেতনস্কেল-২০১৫ এ "বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বেতনস্কেল-২০১৫" হিসেবে অভিহিত হয় এবং এক্ষেত্রে কর্মরত সবাই সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব প্রাসঙ্গিক নয় এবং আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর ২৩(১) এ বলা হয়েছে, ১১ থেকে ২০ তম গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারীগণ যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন বিধায় কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী ব্যবস্থাপক পদবীর কর্মকর্তাগণকে কর্মচারী হিসেবে বিবেচনা করে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা বিধি সম্মত নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম : বিএসসি'র (ঢাকা) টাওয়ার এর ফ্লোর স্পেস ভাড়া বাবদ ৬৮,৯৩,৯৯৪ (আটষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত চুরানব্বই) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকায় ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিএসসি (ঢাকা) টাওয়ার এর ফ্লোর স্পেস ভাড়া বাবদ ৬৮,৯৩,৯৯৪ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকায় অবস্থিত বিএসসি (ঢাকা) টাওয়ার এর ফ্লোর স্পেস ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তির শর্ত ৪ (এ)(বি) মোতাবেক বিএসসি টাওয়ার ১৮ তলায় প্রতি বর্গফুট ৭০ টাকায় মোট ৩,৯৮৯ বর্গফুট স্পেস এম/এস. এটিএন এন্ড আরকে সফটওয়্যার লি: কে মাসিক ২,৭৯,২৩০ টাকায় ও ২টি কার পার্কিং এর জন্য মাসিক ১২,০০০ টাকা এবং ১৯ তলায় মেসার্স বরিশাল পাওয়ার কোং লিঃ কে প্রতি বর্গফুট ৬০ টাকা হারে ৪০৩৭ বর্গফুট স্পেস মাসিক ২,৪২,২২০ টাকা ও কার পার্কিং এর জন্য মাসিক ১০,০০০ টাকায় ভাড়া প্রদান করা হয়।

চুক্তির ৬নং শর্ত মোতাবেক ভাড়াগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি মাসের ৭দিনের মধ্যে ভাড়া প্রদান করবেন। অন্যথায় প্রথম মাসের বিলম্বের জন্য ২% সুদ এবং দুই মাসের অধিক বিলম্বের কারণে প্রতিমাসে ৫% সুদ ধার্য সহ ৩০ দিনের নোটিশে ভাড়ার চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এম/এস. এটিএন এন্ড আরকে সফটওয়্যার লি: এর নিকট ১৩ (তেরো) মাসের ও মেসার্স বরিশাল পাওয়ার কোম্পানী লি: এর নিকট ০৯ (নয়) মাসের ফ্লোর স্পেস ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, কার পার্কিং চার্জ, বিদ্যুৎ ও পানির বিল বাবদ মোট (৪৬,৭৮,৭৩৪ + ২২,১৫,২৬০) = ৬৮,৯৩,৯৯৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১]**।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তির শর্ত ৪ (এ)(বি) এবং শর্ত ৬ এর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিএসসি টাওয়ারের ১৯ তলা (18^{th} Floor) এর ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স বরিশাল পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর বকেয়া ভাড়ার বিষয়ে তাদেরকে বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে পত্রের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে বকেয়া ভাড়া প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া তাদেরকে বারংবার মৌখিকভাবে এমনকি তাদের অফিসে গিয়েও বকেয়া ভাড়া দ্রুত প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। সর্বশেষ উক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সমস্যার কারণে ভাড়া দিতে না পারার কথা উল্লেখ করে তাদের ভাড়াকৃত ফ্লোরটি আগামী ফেব্রুয়ারি/২০২১ হতে ছেড়ে দেয়ার জন্য পত্র দেন এবং তাদের নিকট প্রাপ্য বকেয়া টাকা অগ্রিম হতে সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করেন।

বিএসসি টাওয়ারের ১৮তলা (17^{th} Floor) এর ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স এটিএন এন্ড আরকে সফটওয়্যার লিমিটেড এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র মোতাবেক ডিসেম্বর/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত মোট ১৩ মাসের মূল ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, কার পার্কিং চার্জ এবং বিদ্যুৎ ও পানি বিল বাবদ সর্বমোট টাকা ৪৬,৭৮,৭৩৪ মাত্র বকেয়া রয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে উক্ত ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানকে বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে পত্রের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে বকেয়া ভাড়া প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাবে বর্ণিত স্পেস ভাড়া অনাদায়ির বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বর্ণিত ভাড়া অনাদায়ি রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে দ্রুত প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম : প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদানপূর্বক বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করায় ১,৩৪,৮৬,০৮৮ (এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটাশি) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উচ্চতর গ্রেড প্রদানপূর্বক বিধি বহির্ভূতভাবে ১,৩৪,৮৬,০৮৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়ে রক্ষিত গাড়ী চালকগণের চাকুরি বই, বেতন বিল পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত গাড়ী চালকগণকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর অনু-০৭ (২) মোতাবেক একজন স্থায়ী কর্মচারী তার চাকুরিকাল ১০ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বছরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হলে ৭ম বছরে চাকুরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হবেন। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৬ (অংশ-১)-২৩২; তারিখ ২১/৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যক পরিপত্রের গ(২) অনুচ্ছেদে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। উক্ত স্পষ্টীকরণে বলা হয়েছে "একই পদে কর্মরত কোন কর্মচারী একটিমাত্র উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল)/সিলেকশন গ্রেড (যে নামেই অভিহিত হউক) পাইয়া থাকিলে উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল)/সিলেকশন গ্রেড পাইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) বছর পূর্তির পর ৭ম বছরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হইবেন"। কিন্তু এক্ষেত্রে ১ম টাইম স্কেল প্রাপ্তির ২ (দুই) বছরের (১ম টাইম স্কেল প্রাপ্তির তারিখ ৩১/০১/২০১৫ এবং ২য় উচ্চতর গ্রেড গ্রহণের তারিখ ৩১/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যে ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্যতার বিধি অনুসরণ না করে বর্ণিত কর্মচারীগণকে অনিয়মিতভাবে ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদানের মাধ্যমে ১,৩৪,৮৬,০৮৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা আদায়যোগ্য [**বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২**]।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ (০২) এবং জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর স্পষ্টীকরণের (পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৬ (অংশ-১)-২৩২; তারিখঃ ২১/৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) গ (২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আলোচ্য গাড়ি চালকগণ গত ৩১/০১/২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিএসসি তে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে, বিএসসি বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী ৮ম বছর পূর্তিতে গত ৩১/০১/২০১৫খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ১ম টাইমস্কেল প্রাপ্ত হন। এই ধারাবাহিকতায় বিএসসি বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ধারা ৮ এবং অনুযায়ী তাঁদেরকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, উচ্চতর স্কেল (টাইমস্কেল)/সিলেকশন গ্রেড সংক্রান্ত বিধানাবলী বিলুপ্তি ও উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্টায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্টায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ নিম্নরূপ পরিগ্রহ করা হলো। সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এর বিলোপ- চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের তারিখ (অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫) হইতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর বা টাইম স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত হইবে। উচ্চতর গ্রেডের প্রাপ্যতা। (১) কোন স্থায়ী কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন। কোন স্থায়ী কর্মচারী তাহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন। উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা বেতনস্কেলের ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং ৪র্থ গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোন কর্মচারী এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক এই আদেশের অধীন ৩য় গ্রেড বা তদূর্ধ্ব

গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন না। কোন কর্মচারী দুই বা ততোধিক সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌছাবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হইবেন না। এদিকে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ স্পষ্টীকরণ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৬ (অংশ-১)-২৩২, তারিখ ২১/০৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ জারি করা হলে তা গত ০৪/০১/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মহামান্য হাইকোর্টের ২০১৬ সালের রিট পিটিশন নং -১৩৩০০ এর রায়ে তা অকার্যকর ঘোষনা করা হয়। রায়ে বলা হয়েছে যে, "The impugned Paripatra being Circular No. 07.00.0000.161. 00.002.16 (Part-1)-232 dated: 21/09/2016 issued by the respondent No.3 (Annexure-C) is hereby declared to have been issued/made without lawful authority and is of no legal effect as being ultra vires the Constitution." এছাড়া, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এবং বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের একইভাবে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর জবাবে বলা হয়েছে কতিপয় সরকারি কর্মচারীর মামলার প্রেক্ষিতে ঐ সকল কর্মচারীকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ২য় উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উত্থাপিত আপত্তিতে জড়িত **১১** জন কর্মচারী মামলার সাথে জড়িত নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-৭ এবং এ সংক্রান্ত জারীকৃত স্পষ্টীকরণ আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক। জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার বিষয়ে জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০২.১৬ (অংশ-১)-২৩২, তারিখ ২১/০৯/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যক পরিপত্রের গ (২) অনুচ্ছেদে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্যতার স্পষ্টীকরণে স্পষ্ট নির্দেশনা বলবৎ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বলবৎ নির্দেশনা বহির্ভূতভাবে পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মচারীগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে ২য় উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

তারিখঃ ———— বঙ্গাব্দ
৩০/০৩/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

দ্বিতীয় অংশ

(পরিশিষ্টসমূহ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের” জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নির্মাণাধীন জলযান হস্তান্তর না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	চুক্তির তারিখ	প্রকল্পের মেয়াদ	বিল নং ও তারিখ	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	“ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প	মেসার্স নিউ ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপ বিল্ডার্স লি.	১৯/১২/২০১৬	এপ্রিল/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ (এক বছর বর্ধিতকরণসহ)	১ম বিল	৩৩,৮৩,০৭,০১৭	৫,০৭,৪৬,০৫২
২					২য় বিল, ৪৫৬৭/০০০৩ ৩১/১২/২০১৭		৮,৪৫,৭৬,৭৫৪
৩					৩য় বিল, ৪৫৬৭/০০৪৪ ২৮/০৬/২০১৮		৪,৬৫,৫৩,০৯১
৪					৩য় বিল, ৪৫৬৭/০০২৫ ৩১/১২/২০১৮		৪,৮৯,৫০,০০০
৫					৪৫৬৭/০০৪৫ ৩০/০৬/২০১৯		১,৮৭,১১,৪০৩
৬					৪র্থ বিল, ৪৫৬৭/০০৩৭ ৩০/০৬/২০১৯		৬,৭৬,৬১,৪০৩
						মোট =	৩১,৭১,৯৮,৭০৩

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের” জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ প্রকল্পে জনাব ক্যাপ্টেন শওকত আলী (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত জিএম মেরিন ও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন “ঢাকা-বরিশাল-খুলনা নৌ-রুটের” জন্য ২টি নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ প্রকল্পে জনাব ক্যাপ্টেন শওকত আলী (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত জিএম মেরিন ও প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ও পূর্ত বিভাগ, ঢাকা কার্যালয়ের জনাব মোহাম্মদ আলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পূর্ত (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামঃ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন চীফ পারচেজ ম্যানেজার, ক্রয় বিভাগ , ঢাকা কার্যালয়ের জনাব শাহিনূর ভূঞা, পরিচালক, (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব শাহ জসীম, চীফ পারচেজ ম্যানেজার, (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি), প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন চীফ পারচেজ ম্যানেজার, ক্রয় বিভাগ , ঢাকা কার্যালয়ের জনাব শাহিনূর ভূঞা, পরিচালক, (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব শাহ জসীম, চীফ পারচেজ ম্যানেজার,(১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ক্যাটারিং/ইজারা ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নম্বর
১	২	৩	৪
০১	ডিজিএম, আরিচা	৫৩,৫৫,৫৫১	৬(১)
০২	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য), মাওয়া	৩৮,১৬,৯৩৯	৬(২)
	মোট =	**৯১,৭২,৪৯০**	

সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য), আরিচা
ক্যাটারিং ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্র. নং	ফেরির নাম	ভেন্ডার গ্রহীতা	দৈনিক ভাড়া (টাকা)	সময়কাল	দিনের সংখ্যা	আদায়যোগ্য মোট ভাড়া (টাকা)	আদায়কৃত ভাড়া (টাকা)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১৫%) (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)	কম কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)
০১	মতিউর রহমান	১। ফরিদ আহমেদ চৌধুরী ভেন্ডার	১০৫০০০	০১/০৭/২০১৭-৩০/০৯/২০১৭	৬৬	৬,৯৩,০০০	৫,৮৬,৯৫০	৮৮,০৪২	--	৬,৬৮,৫৪৫
		২। শামীম আহমেদ	১২৫৬৫	১৫/০৫/২০১৯-২৫/০৩/২০২০	৩০৮	৩৮,৭০,০২০	৩০,৭০,০২০	৫,৮০,৫০৩	--	
০২	গোলাম মওলা	১। জনাব আবুল হাসনাত বাটলার	৭৮৭৩	০১/০৭/২০১৭-২৫/০৩/২০২০	৯০৫	৭১,২৫,০৬৫	৬৯,৮৪,৫৩৩	১০,৪৭,৬৭৯	--	১০,৪৭,৬৮০
০৩	ভাষা শহীদ বরকত	১। আবুল কালাম বাটলার	৭৮৭৩	০১/১০/২০১৭-১১/১২/২০১৮	৩০৯	২৪,৩২,৭৫৭	২৪,৩২,৭৫৭	৩,৬৪,৯১৩	--	৮,১০,১৩০
		২। জনাব আলী হোসেন বাটলার	৭৮৭৩	১৬/০১/২০১৯-১৭/০৬/২০১৯	১৫৩	১২,০৪,৫৬৯	১১,৭৪,৬৪৮	১,৭৬,১৯৭	--	
		৩। জনাব আব্দুল লতিফ বাটলার	৭৮৭৩	২৯/০৭/২০১৯-২২/০৩/২০২০	২৩২	১৮,২৬,৫৩৬	১৭,৯৩,৪৭০	২,৬৯,০২০	--	
০৪	বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন	১। জনাব সমীর শেখ বাটলার	৭৮৭৩	২৫/০৭/২০১৭-৩১/০৭/২০১৭	০৭	৫৫,১১১	৪৭,৬৩২	৭,১৪৫	--	৮,৫৯,৬৭২
		২। জনাব কবীর হোসেন বাটলার	৭৮৭৩	৩১/০৮/২০১৭-২৫/০৩/২০২০	৭৩৭	৫৮,০২,৪০১	৫৬,৮৩,৫১৬	৮,৫২,৫২৭	--	
০৫	শাহ আলী	১। গিয়াস উদ্দিন বাটলার	৭৮৭৩	০১/০৭/২০১৭-১৩/০৩/২০১৭	৭৪	৫,৮২,৬০২	৫,৪৯,১৪২	৮২,৩৭১	--	৮,৫৪,২৬৮
		২। আবুল বারেক বাটলার	৭৮৭৩	০১/১১/২০১৭-২৭/০৮/২০১৮	৩১৩	২৪,৬৪,২৪৯	২০,৫১,৮৯৪	৩,০৭,৭৮৪	--	
		৩। মো: সমির শেখ বাটলার	৭৮৭৩	১৭/১২/২০১৯-১৩/০২/২০২০	৩৯৩	৩০,৯৪,০৮৯	৩০,৯৪,০৮৯	৪,৬৪,১১৩	--	

ক্র. নং	ফেরির নাম	ভেন্ডার গ্রহীতা	দৈনিক ভাড়া (টাকা)	সময়কাল	দিনের সংখ্যা	আদায়যোগ্য মোট ভাড়া (টাকা)	আদায়কৃত ভাড়া (টাকা)	কর্তনযোগ্য ভ্যাট (১৫%) (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)	কম কর্তনকৃত ভ্যাট (টাকা)
০৬	আমানত শাহ	১। জনাব সাইফুল ইসলাম ভেন্ডার	১৬৩০৫	০৬/০৯/২০১৭-২৫/০১/২০১৮	৭৮	১২,৭১,৭৯০	১২,৫১,৪০৯	১,৮৭,৭১১	--	১১,১৫,২৫৬
		২। জনাব আউয়াল হোসেন ভেন্ডার	১৭০০৭	১৮/০৪/২০১৮-২৭/০৩/২০১৯	২৮১	৪৭,৭৮,৯৬৭	৪৬,৪৬,০৩৬	৬,৯৬,৯০৫	--	
		৩। জনাব আনিসুর রহমান বাটলার	৭৮৭৩	২৯/০৩/২০১৯-৩০/০৬/২০১৯	৭৯	৬,২১,৯৬৭	৫,৬৪,৪৯৬	৮৪,৬৭৪	--	
		৪। জনাব শরিফুল ইসলাম ভেন্ডার	১২০০৫	০১/০৭/২০১৯-২৫/০৩/২০২০	৯০	১০,৮০,৪৫০	৯,৭৩,১০৬	১,৪৫,৯৬৫	--	
									মোট=	৫৩,৫৫,৫৫১

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব তাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, সচিব (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৬. জনাব তাজুল ইসলাম (০৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)

৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অনুচ্ছেদ নং-০৬
পরিশিষ্ট নং-০৬(২)

সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (বাণিজ্য), মাওয়া অফিস এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে
ক্যাটারিং ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ফেরির নাম	ভেন্ডার/বাটলারের নাম	দৈনিক ভাড়া (টাকা)	ভাড়া আদায় (টাকা)	আদায়যোগ্য ভ্যাট (১৫%)	আদায়কৃত ভ্যাট	আদায়যোগ্য (টাকা)
০১	বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর	১. জনাব নজরুল ইসলাম (বাটলার)	৭,৪৮০	৫৬,১৪,৯৮০	৮,৪২,২৪৭	--	৮,৪২,২৪৭
০২	শাহ পরাণ	১. মিলন চন্দ্র দাস ২. মোঃ হোসেন (ভেন্ডার) ৩. আলমগীর মল্লিক	১৬,৫৭৬ ১৭,৮০০ ১০,৮০০	৬৫,৮৩,০৫৮	৯,৮৭,৪৫৮	--	৯,৮৭,৪৫৮
০৩	শাহ মখদুম	১. আবু সা্ঈদ খান (বাটলার)	৭,৪৮০	৪৪,৪৫,৪৪৯	৬,৬৬,৮১৭	--	৬,৬৬,৮১৭
০৪	ক্যামেলিয়া	১. আব্দুল হাকিম (বাটলার)	১০,৮০০	২৯,৯৯,৩৫৭	৪,৪৯,৯০৩	--	৪,৪৯,৯০৩
০৫	এনায়েতপুরী	১. আওয়াল হোসেন কাঃ মোল্লা (ভেন্ডার) ২. রতন কুমার দাস(ভেন্ডার) ৩. সুমন হাসান	১২,১০৫ ১৩,৭৫০ ৮,৫০৫	৫৮,০৩,৪২৯	৮,৭০,৫১৪	--	৮,৭০,৫১৪
						সর্বমোটঃ	**৩৮,১৬,৯৩৯**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব তাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, সচিব (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

সহকারী ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, মাওয়া কার্যালয় কর্তৃক
Responsive সর্বোচ্চ দরদাতার পরিবর্তে ২য় সর্বোচ্চ দরদাতাকে এজেন্ট নিয়োগের ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্স কর্তৃক ভ্যাট সহ উদ্ধৃতদর (টাকা)	মেসার্স সামিউল এন্টার প্রাইজ কর্তৃক ভ্যাট সহ উদ্ধৃত দর (টাকা)	সংস্থার আর্থিক ক্ষতি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	শিমুলিয়া-কাঁঠালবড়ী-শিমুলিয়া রুটের ঘাট ও ফেরিতে লুজ যাত্রীদের ভাড়া আদায়ের নিমিত্তে ১ (এক) বছরের জন্য এজেন্ট নিয়োগ	১৮,৫১,৫০০× ১২ = ২,২২,১৮,০০০	৯,৭৭,৫০০×১২ = ১,১৭,৩০,০০০	১,০৪,৮৮,০০০
			মোট =	১,০৪,৮৮,০০০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব এসএম শাহাদৎ আলী, পরিচালক (বাণিজ্য) (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব আজমল হোসেন, জিএম (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (৪/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অনুচ্ছেদ নং-০৮
পরিশিষ্ট নং-০৮

নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম	টাকার পরিমাণ	পরিশিষ্ট নং
১	২	৩	৪
০১	এজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক কার্যালয়, নারয়ণগঞ্জ	৩,৭৬,০৫০	৮(১)
০২	উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম	৭৭,৮৪,৩৮১	৮(২)
০৩	উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম	৬,৬২,১১৬	৮(৩)
	মোট=	৮৮,২২,৫৪৭	

এজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক কার্যালয় নারয়ণগঞ্জ, বিআইডব্লিউটিসি এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	দোকান নং	ভাড়াটিয়ার নাম	বকেয়া মাস	মাসের সংখ্যা	প্রতি মাসে ভাড়ার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৪	৫	৬
০১	০১	জনাব শাহজালাল	ডিসেম্বর/২০১৮ থেকে ডিসেমর/২০২০	২৫	১,৬৩৫	৪০,৮৭৫
০২	০২	জনাব নূর মোহাম্মদ	জুলাই/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২০	৪২	১,৬৩৫	৬৮,৬৭০
০৩	০৩	জনাব মোক্তার	মে/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২০	৩২	১,৬৩৫	৫২,৩২০
০৪	০৪	জনাব নূর আলম	জানুয়ারী/২০১৮ থেকে ডিসেম্বর/২০২০	৩৬	১,৬৩৫	৫৮,৮৬০
০৫	০৫	জনাব আবুল বাশার	আগষ্ট/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২০	৪১	১,৬৩৫	৬৭,০৩৫
০৬	০৬	জনাব মো: নাসিরুল আলম	জুলাই/২০১৬ থেকে ডিসেম্বর/২০২০	৫৪	১,৬৩৫	৮৮,২৯০
					মোট =	৩,৭৬,০৫০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব তাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, সচিব (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (০৪/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

অনুচ্ছেদ নং-০৮
পরিশিষ্ট নং-০৮(২)

উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় অফিস এর ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে
নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	পার্টির নাম ঠিকানা	গুদাম নং ও অবস্থান	মাসিক ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)	বকেয়া মাস	মোট মাস	মোট বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	মেসার্স আহাম্মদ উল্লা এন্ড ব্রাদার্স ২৩০, ষ্ট্র্যান্ডরোড, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।	১৩ ২নং (১নং প্রান্তিক)	৭২,০৬৬ ৭৫,৮২৬	আগস্ট/১৩ ইং হতে-আগস্ট/১৬ সেপ্টেঃ/১৬ ইং হতে ডিসেম্বর/ ১৬	৩৭ ০৪ ৪১ মাস	২৬,৬৬,৪৪২ ৩,০৩,৩০৪ ২৯,৬৯,৭৪৬
০২	মেসার্স আহাম্মদ উল্লা এন্ড ব্রাদার্স ২৩০, ষ্ট্র্যান্ডরোড, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।	৫ নং (২নং প্রান্তিক)	১৪,৬২২	মার্চ/ ২০২০ ইং হতে-ডিসেম্বর/২০২০	১০ মাস	১,৪৬,২২০
০৩	মোঃ এহসানুল হক চৌধুরী (স্বত্বাধীকারী) মেসার্স ফেয়ার ট্রান্সপোর্ট, ১৮, ষ্ট্রান্ডরোড, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।	০৬ (২নং প্রান্তিক)	৪৬,৮৫০	জুলাই/২০২০ ইং হতে ডিসেম্বর/২০২০	০৬ মাস	২,৮১,১০০
০৪	মেসার্স রাজ্জাক বিল্ডার্স ২৫৭/৮, সুরুচি মার্কেট, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।	০৭ (১নং প্রান্তিক)	২৪,৭০৮	ডিসেম্বর/২০২০	০১ মাস	২৪,৭০৮
০৫	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (স্বত্বাধীকারী) মেসার্স এম আর এন্টার প্রাইজ ৬, অরফানেজ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১	০৮ (১নং প্রান্তিক)	৭৬,৭২১	এপ্রিল/১৫ ইং হতে সেপ্টেম্বর/১৬	১৮ মাস	১৩,৮০,৯৭৮
০৬	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (স্বত্বাধীকারী) মেসার্স এম আর এন্টার প্রাইজ ৬, অরফানেজ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১	০৯ (২নং প্রান্তিক)	১৫,৪০৮ ১৬,২৩৯	মে/১৫ ইং হতে সেপ্টেম্বর/১৬ অক্টোবর/২০১৬	১৭ ০১ ১৮ মাস	২,৬১,৯৩৬ ১৬,২৩৯ ২,৭৮,১৭৫

ক্রমিক নং	পার্টির নাম ঠিকানা	গুদাম নং ও অবস্থান	মাসিক ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)	বকেয়া মাস	মোট মাস	মোট বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)
০৭	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (স্বত্বাধীকারী) মেসার্স এম আর এন্টার প্রাইজ ৬, অরফানেজ রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১	ও টি আর (১নং প্রান্তিক)	৮,০৪৮ ৮,৪৮০	জানুয়ারি/১৫ ইং হতে সেপ্টেম্বর ১৬ অক্টোবর ১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	আংশিক ২১ ১৫ ৩৬ মাস	১,৬৯,০০৮ ১,২৭,২০০ ২,৯৬,২০৮
০৮	মেসার্স শাহ ট্রেডিং ২২০ ষ্ট্র্যান্ডরোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম।	০৮ (১নং প্রান্তিক)	১,০২,০০৪	মে/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০৮ মাস	৮,১৬,০৩২
০৯	মেসার্স শাহ ট্রেডিং ২২০ ষ্ট্র্যান্ডরোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম।	০৯ (২নং প্রান্তিক)	২০,৪৭৩	মে/ ২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০৮ মাস	১,৬৩,৭৮৪
১০	মেসার্স বিপ্লব এন্টার প্রাইজ, ৪৪, ষ্ট্র্যান্ডরোড, মাঝির ঘাট, চট্টগ্রাম।	ওটিআর গুদাম	৯,৪০৮	জুলাই/১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০৬ মাস	৫৬,৪৪৮
১১	মেসার্স শহিদ এন্টার প্রাইজ, ৪৪, ষ্ট্র্যান্ডরোড, মাঝির ঘাট, চট্টগ্রাম।	খোলা জায়গা ৬৩৭৫ বর্গফুট	৪০,৩২৩	মার্চ/২০১৮ ইং হতে ডিসেম্বর/২০২০	৩৪ মাস	১৩,৭০,৯৮২
					মোট =	**৭৭,৮৪,৩৮১**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব তাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, সচিব (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (০৪/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ডিজিএম (বাণিজ্য), আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম, বিআইডব্লিউটিসি এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নবায়ন না করে একই ব্যক্তিকে দোকান/গোডাউন ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	দোকান নং	ভাড়াটিয়ার নাম	বকেয়া মাস	মাসের সংখ্যা	প্রতি মাসে ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)	ভ্যাট (১৫%) (টাকা)	সর্বমোট আদায়যোগ্য (টাকা)
১	১/১	মেসার্স জেড বি এন্টারপ্রাইজ ০১৯১৯৩৮৩০১৬	আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০	২৯	২০৬৯.৭৬	৬০,০২৪	৯,০০৪	৬৯,০২৮
২	১/২	মেসার্স প্রজেক্ট ফোরাম ইন্টাঃ ০১৯১৯৩৮৩০১৬	সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০	২৮	২০৬৯.৭৬	৫৭,৯৫৪	৮,৬৯৩	৬৬,৬৪৭
৩	১/৫	জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন ০১৭১১১৬৭৯৭৭	মে/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০	৫৫	২০৬৯.৭৬	১,১৩,৮৩৭	১৭,০৭৬	১,৩০,৯১৩
৪	১/৬	জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন ০১৭১১১৬৭৯৭৭	মে/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০	৫৫	২০৬৯.৭৬	১,১৩,৮৩৭	১৭,০৭৬	১,৩০,৯১৩
৫	১/৭	জনাব মোঃ ইসমাইল ০১৮১৯৮৬৪৬৯৭	নভেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০২	২০৬৯.৭৬	৪,১৪০	৬২১	৪,৭৬১
৬	১/১০	জনাব তাহমিনা বেগম ০১৮৬৪১৮৫১০৬	জানুয়ারি/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	১২	১৯৯৫	২৩,৯৪০	৩৫৯১	২৭,৫৩১
৭	২/২	জনাব মোঃ ইসমাইল ০১৮১৯৮৬৪৬৯৭	নভেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০২	২১০০	৪,২০০	৬৩০	৪,৮৩০
৮	২/৩	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম ০১৭০৬০০০৯৫৭	মে/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০৮	২১০০	১৬,৮০০	২,৫২০	১৯,৩২০
৯	২/৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ০১৭১১০১২১২৪	জানুয়ারি/২০২০হতে ডিসেম্বর/২০২০	১২	২১০০	২৫,২০০	৩৭৮০	২৮,৯৮০

ক্রমিক নং	দোকান নং	ভাড়াটিয়ার নাম	বকেয়া মাস	মাসের সংখ্যা	প্রতি মাসে ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)	পরিমাণ (টাকা)	ভ্যাট (১৫%) (টাকা)	সর্বমোট আদায়যোগ্য (টাকা)
১০	২/৮	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ০১৭১১১৬৭৯৭৭	সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২০	৬৪	২১০০	১,৩৪,৪০০	২০১৬০	১,৫৪,৫৬০
১১	২/১০	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (নাহিদ) ০১৮১৯৮৬৪৬৯৭	নভেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০২	২১০০	৪,২০০	৬৩০	৪,৮৩০
১২	২/১১	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (নাহিদ)	নভেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০২	২১০০	৪,২০০	৬৩০	৪,৮৩০
১৩	২/১২	মেসার্স হাজী ইদ্রিস এন্ড সন্স	নভেম্বর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২০	০২	৬৫১০	১৩,০২০	১,৯৫৩	১৪,৯৭৩
							মোট =	**৬,৬২,১১৬**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব তাজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব বিপুল চন্দ্র বিশ্বাস, সচিব (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (০৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

ব্যবস্থাপক, বিআইডব্লিউটিসি, ভোলা কার্যালয়
ভেন্ডার/বাটলার এর নিকট ক্যাটারিং ভাড়া দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ি থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ফেরির নাম	মাসের নাম	জ্বালানি তেলের পরিমাণ (লিটার)	মূল্য (প্রতি লিটার) (টাকা)	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	রো রো ফেরি বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান	মার্চ/২০১৮	৩০০০	৬২.৫১	১,৮৭,৫৩০
০২		এপ্রিল/২০১৮	৩০০০		১,৮৭,৫৩০
০৩		মে/২০১৮	১০০০০		৬,২৫,১০০
মোট=					১০,০০,১৬০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

জনাব রাশেদুল ইসলাম, পরিচালক (কারিগরী) (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং জনাব মোতাহার হোসেন, ডিজিএম (ফুয়েল বিভাগ) (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ দায়িত্ব পালন করেন।

১. জনাব জ্ঞান রঞ্জন শীল (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ)
২. জনাব মফিজুল হক (২৬/১২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১ /০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৩. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)
৪. জনাব মফিজুল হক (২০/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১/০২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৫. জনাব প্রণয় কান্তি বিশ্বাস (১২/২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৩/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৬. জনাব তাজুল ইসলাম (০৪/৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৩/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ)
৭. জনাব খাজা মিঞা (২৪/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ২৯/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ)

বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিবরণী:

ক্রমিক নং	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১	৯,২৫,২৩৬	১০(১)
২	৩৫,১০০	১০(২)
মোট =	**৯,৬০,৩৩৬**	

বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিবরণী:

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
১	সৈয়দ মমতাজুল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
২	তারেক উল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৩	এস এস সাখাওয়াত মাহমুদ	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৪	মোঃ নাছির উদ্দিন	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৫	মোঃ শহিদুল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৬	মুহাম্মদ রেজাউল করিম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৭	মোঃ মহিউল ইসলাম	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৮	মোঃ আমিনুল	সহকারী	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
	ইসলাম	মহাব্যবস্থাপক	২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
৯	সৈয়দা আফরোজা হোসেইন	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
১০	বেগম দিল মাহফুজা তাহের	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
১১	শেখ হাসানুল বান্না	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
১২	মোঃ মাসউদ মিয়া	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
১৩	ফয়সাল কবির	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৩২,২৯২
			২০১৮-১৯	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
			২০১৯-২০	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	৮৯৭	
১৪	মোঃ আসাদ উল্লাহ	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
১৫	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
১৬	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
১৭	মোঃ মাইনুল ইসলাম	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
১৮	মোঃ রমজান মোল্লা	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
১৯	মোঃ আফতাব উদ্দিন চৌধুরী	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২০	অমৃত কুমার সাহা	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২১	মোঃ দিদারুল আলম	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২২	রাহগীর আহমেদ সিফাত	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৩	এজিএম সাইফুর রহমান চৌধুরী	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৪	মোঃ শামীম আহমেদ	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
২৫	মোঃ রাসেল প্রধানিয়া	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৬	আবু মোঃ সফিউল আলম	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৭	ফালগুনী ভৌমিক	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৮	সৌহা তাসনুভা	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
২৯	মানজুর ই মাওলা শিহাব	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩০	ফাতেমা তুজ তাহেরা	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩১	মোহাম্মদ দিদারুল আলম	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩২	তনিমা আফরোজ	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
৩৩	মোঃ গোলাম সরোয়ার	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩৪	ফারজানা ইয়াসমিন	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩৫	ইকবাল হোসেন চৌধুরী	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩৬	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
৩৭	মোঃ আতিকুর রহমান চৌধুরী	সহকারী ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	২১,০৬০
			২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
			২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	
															মোট =	**৯,২৫,২৩৬**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

কমোডর জনাব ইয়াহিয়া সৈয়দ (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৭/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ) এবং কমোডর জনাব সুমন মাহমুদ সাব্বির (০১/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

নিরীক্ষাধীন সময়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কার্যালয়ের অফিস প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।

অনুচ্ছেদ নং-১০
পরিশিষ্ট নং-১০(২)

বিধি বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদানের বিবরণী:

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	অর্থবছর	জুলাই (টাকা)	আগস্ট (টাকা)	সেপ্টেম্বর (টাকা)	অক্টোবর (টাকা)	নভেম্বর (টাকা)	ডিসেম্বর (টাকা)	জানুয়ারি (টাকা)	ফেব্রুয়ারি (টাকা)	মার্চ (টাকা)	এপ্রিল (টাকা)	মে (টাকা)	জুন (টাকা)	মোট (টাকা)
১	জনাব মোঃ ইফসুফ, সহকারী মহা ব্যবস্থাপক	২০১৭-১৮	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৭,০২০
২	জনাব মোঃ ইফসুফ, সহকারী মহা ব্যবস্থাপক	২০১৮-১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৭,০২০
৩	জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক		৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৭,০২০
৪	জনাব মোঃ ইফসুফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক	২০১৯-২০	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৭,০২০
৫	জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান, সহকারী ব্যবস্থাপক		৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৭,০২০
														মোট =	৩৫,১০০

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

কমোডর জনাব ইয়াহিয়া সৈয়দ (০১/০৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৭/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ) এবং কমোডর জনাব সুমন মাহমুদ সাব্বির (০১/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

নিরীক্ষাধীন সময়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কার্যালয়ের অফিস প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।

ফ্লোর ভাড়া অনাদায়ের বিবরণ:

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	জড়িত সময়	মোট জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	এটিএন এন্ড আরকে সফটওয়্যার লিঃ বিএসসি টাওয়ার (১৮ তলা) রাজউক এভিনিউ, দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা	ডিসেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত = ১৩ মাস	৪৬,৭৮,৭৩৪	বকেয়া ভাড়া, কার পাকিং, সার্ভিস চার্জ এবং বিদ্যুৎ বিলসহ।
২	বরিশাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ বিএসসি টাওয়ার (১৯ তলা) রাজউক এভিনিউ, দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা	মে/২০২০ খ্রিঃ হতে জানুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত = ০৯ মাস	২২,১৫,২৬০	
		মোট =	**৬৮,৯৩,৯৯৪**	

অডিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম:

কমোডর জনাব ইয়াহিয়া সৈয়দ (০১/৭/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে ০৭/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ) এবং কমোডর জনাব সুমন মাহমুদ সাব্বির (০১/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) নিরীক্ষাধীন সময়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কার্যালয়ের অফিস প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন।

অনুচ্ছেদ নং-১২
পরিশিষ্ট নং-১২

১১ (এগারো) জন ড্রাইভারের অতিরিক্ত গৃহীত বেতন ভাতার বিবরণী:

নাম ও পদবী	ক্রঃ নং	বেতন বিবরণী			প্রতি জন ড্রাইভারকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত বেতন ও বাড়ি ভাড়া (টাকা)
জনাব মোঃ আবদুল মোমিন, ড্রাইভার জনাব মোঃ কাজী জহির, ড্রাইভার জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, ড্রাইভার জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, ড্রাইভার জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, ড্রাইভার জনাব মোঃ মনির হোসেন, ড্রাইভার জনাব মোঃ ওমর ফারুক, ড্রাইভার জনাব মোঃ আবদুল রহিম, ড্রাইভার জনাব মোঃ এমরান হোসেন, ড্রাইভার জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, ড্রাইভার জনাব মোঃ শামীম, ড্রাইভার	১.	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	৩১/০১/২০০৭ খ্রিঃ		
	২.	যোগদানের সময় মূলবেতন ও স্কেল	৩,৭০০-৮,৯০৫	৩,৭০০	
	৩.	১ম টাইম স্কেল প্রাপ্তির তারিখ (৮ বছর পূর্তিতে)	৩১/০১/২০১৫ খ্রিঃ		
	৪.	১ম টাইম স্কেল প্রাপ্তির পর নির্ধারিত মূল বেতন ও স্কেল (৩১/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে)	৮,০০০-১৮,০৮০	১০,২৪০	
	৫.	০১/০৭/২০১৫খ্রিঃ তারিখে নির্ধারিত বেতন ও স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫)	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	১৮,৫৩০	
	৬.	জাতীয় বেতন স্কেল/২০১৫, ১৫/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বেতন বৃদ্ধিও মূল বেতন	--	১৯,৪৬০	
	৭.	প্রাপ্য না হওয়া সত্তেও ৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে গৃহীত মূল বেতন ও স্কেল ২য় উচ্চতর গ্রেড গণনা করে	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৩৭,২৮০	
	৮.	৩০/০৬/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন	--	৩৭,২৮০	
	৯.	৩০/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য মূল বেতন	--	২০,৪৪০	
	১০.	৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন (৫ মাস)	৩৭,২৮০-২০,৪৪০ = ১৬,৮৪০	১৬,৮৪০×৫ মাস	৮৪,২০০
	১১.	৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত বাড়ি ভাড়া ভাতা (৫ মাস)	১৬,৮৪০×৪০% = ৬,৭৩৬	৬,৭৩৬×৫ মাস	৩৩,৬৮০

নাম ও পদবী	ক্রঃ নং	বেতন বিবরণী			প্রতি জন ড্রাইভারকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত বেতন ও বাড়ি ভাড়া (টাকা)
	১২.	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত অতিঃ মূল বেতন	--	৩৯,১৫০	
	১৩.	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য মূল বেতন	---	২১,৪৭০	
	১৪.	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন (১২ মাস)	৩৯,১৫০-২১,৪৭০ = ১৭,৬৮০	১৭,৬৮০×১২ মাস	২,১২,১৬০
	১৫.	০১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত বাড়ি ভাড়া (১২ মাস)	১৭,৬৮০×৪০%=৭,০৭২	৭,০৭২×১২ মাস	৮,৪৮,৬৪
	১৬.	০১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন		৪১,১১০	
	১৭.	০১/০৭/২০১৮ তারিখে প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য মূল বেতন		২২,৫৫০	
	১৮.	০১/০৭/১৮ হতে ৩০/০৬/১৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন (১২ মাস)	৪১,১১০-২২,৫৫০= ১৮,৫৬০	১৮,৫৬০×১২	২,২২,৭২০
	১৯.	০১/০৭/১৮ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/১৯ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত বাড়ি ভাড়া (১২ মাস)	১৮,৫৬০×৪০%=৭,৪২৪	৭,৪২৪×১২ মাস	৮৯,০৮৮
	২০.	০১/০৭/১৯ খ্রিঃ হতে অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন	৪৩,১৭০	৪৩,১৭০	
	২১.	০১/০৭/১৯ খ্রিঃ হতে প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য মূল বেতন	২৩,৬৮০	২৩,৬৮০	
	২২.	০১/০৭/২০১৯খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন (১২ মাস)	৪৩,১৭০-২৩,৬৮০ = ১৯,৪৯০	১৯,৪৯০×১২ মাস	২,৩৩,৮৮০
	২৩.	০১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত বাড়ি ভাড়া (১২ মাস)	১৯,৪৯০×৪০%=৭,৭৯৬	৭,৭৯৬×১২ মাস	৯৩,৫৫২
	২৪.	০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ হতে গৃহীত মূল বেতন	৪৫,৩৩০	৪৫,৩৩০	

নাম ও পদবী	ক্রঃ নং	বেতন বিবরণী			প্রতি জন ড্রাইভারকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত বেতন ও বাড়ি ভাড়া (টাকা)
	২৫.	০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য মূল বেতন	২৪,৮৭০	২৪,৮৭০	
	২৬.	০১/০৭/২০ হতে ৩০/১২/২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত মূল বেতন (৬ মাস)	৪৫,৩৩০-২৪,৮৭০= ২০,৪৬০	২০,৪৬০×৬ মাস	১,২২,৭৬০
	২৭.	০১/০৭/২০২০খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত গৃহীত বাড়ি ভাড়া (৬ মাস)	২০,৪৬০×৪০%=৮,১৮৪	৮,১৮৪×৬ মাস	৪৯,১০৪
প্রতিজন ড্রাইভার কর্তৃক গৃহীত মোট অতিরিক্ত অর্থ =					১২,২৬,০০৮
১১(এগারো) জন ড্রাইভার কর্তৃক গৃহীত মোট অতিরিক্ত অর্থ (১২,২৬,০০৮×১১) =					১,৩৪,৮৬,০৮৮

মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ: বঙ্গাব্দ
৩০/০৩/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমু—২০২২-২৩/২৪১৪এ(৩)—৭০০ বই,২০২২ খ্রিঃ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট ভবন

৭৭/৭. কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

www.cag.org.bd